শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা নাও ।

আশাকরি সবাই ভাল আছ । আর এতক্ষনে নিশ্চয়ই আজকের টপিকটি বুঝার জন্য পূর্ন মনযোগসহ সম্পূর্ন প্রস্তুতি নিয়েই বসেছ । আসলে যেকোন ধরনের শিক্ষা গ্রহনের জন্য পূর্ন মনযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় ।আমাদের শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় ভালভাবে না বুঝার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অমনযোগিতা ।অবশ্য এর জন্য শিক্ষার্থী একা দায়ী নয় । ক্ষেত্র বিশেষে এর জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উকরন ও এগুলির সদ্ব্যবহারের অভাব, শিক্ষকের আকর্ষনহীন শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ও কম-বেশি দায়ী ।তবে সব ধরনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েই আমাদের শিক্ষা গ্রহন করতে হবে এটাই চরম বাস্তবতা ।তাই ক্লাসের প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত রাখতে হবে ।আমার বিশ্বাস আজকের এ পাঠে পূর্ন মনযোগ রাখতে পারলে এ বিষয়টি সম্পর্কে তোমার কনসেপ্ট একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে । তো চলো কথা না বাড়িয়ে আজকের নির্ধারিত বিষয়ের আলোচনা শুরু করি –

আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ

লেন-দেনের ডেবিট (Dr.) ক্রেডিট (Cr.) নিরুপন বা জাবেদা এন্ট্রি শেখা ।

হিসাব শাস্ত্রের একেবারেই প্রাথমিক বিষয় হলো লেন-দেন । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেক ধরনের লেন-দেন করে থাকি । আসলে লেন মানে লওয়া বা নেয়া বা গ্রহন করা । আর দেন মানে দেয়া বা দান বা প্রদান করা ।একজন কিছু প্রদান করে অন্যজন তা গ্রহন করে ।এখানে প্রাদানকারী ও গ্রহনকারী আছে, তার মানে দু'টি পক্ষ আছে যেখানে এক পক্ষ লেন বা লয় বা গ্রহন করে, আর অপর পক্ষ দেন বা দেয় বা প্রদান করে । দেয়া-নেয়া বা লেন-দেন নিম্নরুপ হতে পারে-

১. একজন দেয় অন্যজন নেয় ।

যেমন- বাবা তোমাকে ৫০০ টাকা দিলেন ।

(টাকা এখন 'বাবার <u>পকেট থেকে</u> – তোমার <u>পকেটে</u>')

২. একজন দেয় কিন্তু কয়েকজন নেয় ।

যেমন- বাবা তোমাদের তিন ভাইকে ৫০০ টাকা করে দিলেন ।

(টাকা এখন 'বাবার <u>পকেট থেকে</u> – তোমাদের তিন ভাইয়ের <u>পকেটে</u>')

৩. কয়েকজন দেয় কিন্তু একজন নেয় ।

যেমন-বাবা ও মা তোমাকে ৫০০ টাকা করে ১০০০ টাকা দিলেন ।

(টাকা এখন 'বাবা ও মা'র <u>পকেট থেকে</u> – তোমার <u>পকেটে</u>')

৪. কয়েকজন দেয় কিন্তু কয়েকজন নেয় ।

যেমন-বাবা, মা ও মামা ৫০০০ টাকা তোমাদের তিন ভাই বোনকে দিলেন ।

(টাকা এখন 'বাবা, মা ও মামার <u>পকেট থেকে</u> – তোমাদের তিন ভাই বোনের <u>পকেটে</u>')

উপরে উল্লেখিত টাকা দেয়া ও নেয়ার ঘটনাগুলি হলো লেন-দেন ।দেখা যাচ্ছে এ লেন-দেন গুলিতে কমপক্ষে দু'টি পক্ষ আছে ।

প্রথম লেন-দেনটি সংগঠিত হয়েছে-One to One
দ্বিতীয় লেন-দেনটি সংগঠিত হয়েছে-One to More
তৃতীয় লেন-দেনটি সংগঠিত হয়েছে-More to One
চতুর্থ লেন-দেনটি সংগঠিত হয়েছে-More to More

বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তোমরা যখন নবম শ্রেণিতে প্রথম লেন-দেন বা জাবেদা এন্ট্রি শেখা শুরু করেছিলে তখন আয়, ব্যয়, সম্পদ, দায়, মালিকানা স্বত্ব এসব কিছু শব্দ শুনেছিলে ।তোমরা যখন চেনার চেষ্টা করছিলে কোনটা আয়, কোনটা ব্যয়, কোনটা সম্পদ, কোনটা দায়, কোনটা মালিকানা স্বত্ব বাড়ায় কোনটা কমায় ইত্যাদি শিখতে গিয়ে খুব জটিল মনে হয়েছিল তাইনা ? তাই এসো আজ প্রথমেই এসব শব্দ মাথা থেকে বাদ দিয়েই আমরা লেন-দেন বা জাবেদা এন্ট্রি শিখব ।এসো নিচের চিত্রটি ফলো করিঃ

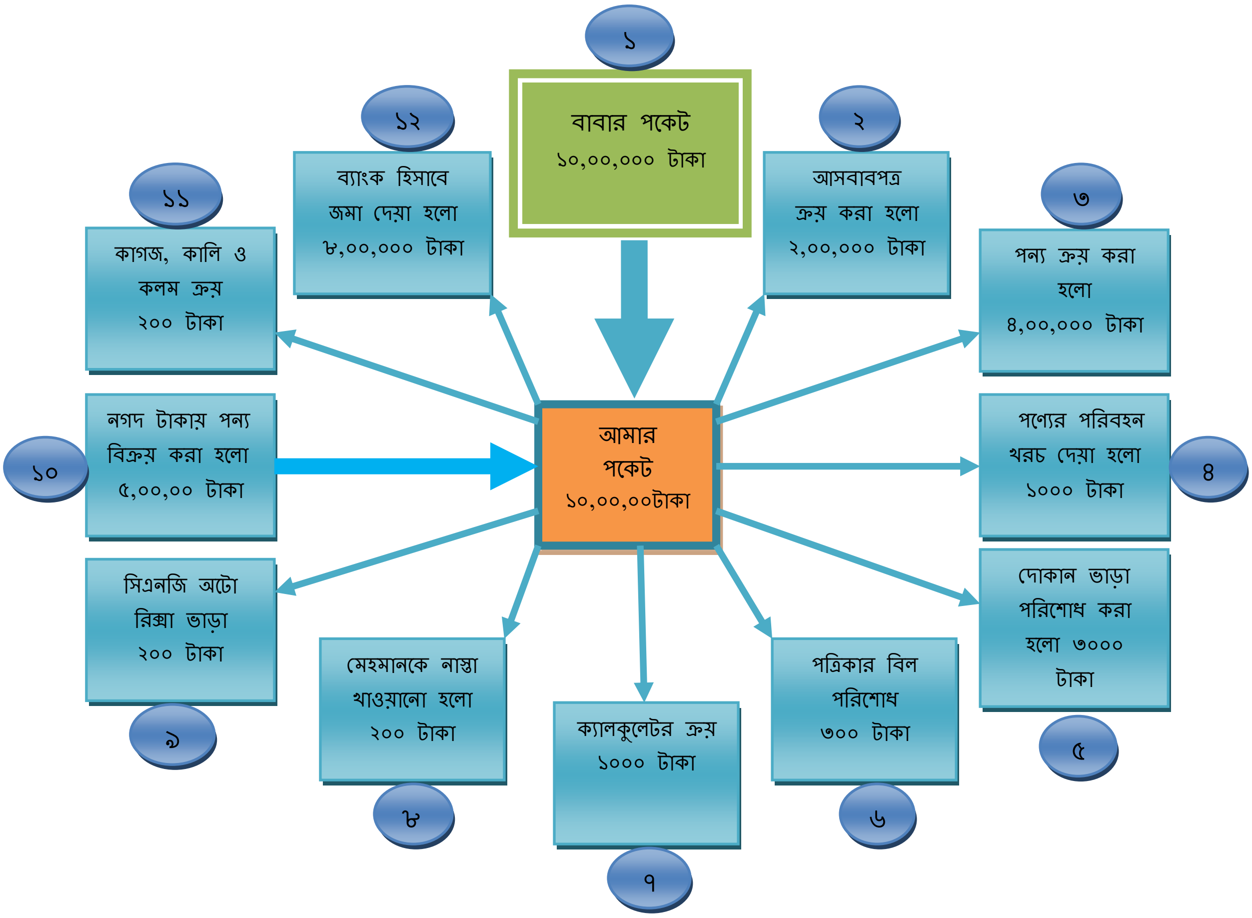

আমরা উপরে মোট ১৩ টি বক্স দেখতে পাচ্ছি । একটি কেন্দ্রীয় বক্সকে ঘিরে চারদিকে অবস্থান করছে আরও ১২ টি বক্স । এখানে দেখানো হয়েছে ১ নং বক্স থেকে ১০,০০,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় বক্সে এসেছে ।আবার ১০ নং বক্স থেকে ৫,০০,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় বক্সে এসেছে ।অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বক্স থেকে অন্য ১০ টি বক্সে কিছু কিছু টাকা চলে গেছে ।এ আগমন ও নির্গমনকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে ।

আমরা কিছু ক্ষেত্র থেকে অর্থ আয় করি, আয়কৃত অর্থ কিছু ক্ষেত্রে সংরক্ষন করি, আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় ও বিনিয়োগ করি । আয়, ব্যয়, সংরক্ষন ও বিনিয়োগের এসব ক্ষেত্রকে হিসাব খাত বলে ।উপরের চিত্রে প্রতিটি বক্স হলো এক একটি হিসাব খাত বা Accounts Head । প্রতিটি লেন-দেনে কমপক্ষে দু'টি হিসাব খাত বা Accounts Head থাকে । লেন-দেনের ফলে টাকা এক হিসাব **খাত থেকে** অন্য হিসাব **খাতে** যায় ।হিসাব খাত সম্পর্কে আরও পরিস্কার ধারনা আমরা পরের ক্লাসে অর্জন করব ।

আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি ১ নং বক্স থেকে কেন্দ্রীয় বক্সে ১০,০০,০০০ টাকা এসেছে ।অর্থাৎ বাবার পকেট থেকে আমার পকেটে গেল ১০,০০,০০০ টাকা । এখানে **পকেট থেকে গেল** এবং **পকেটে গেল** এ কথা দুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে বা মনে রাখবে ।**পকেট থেকে** এবং **পকেটে** এ কথাটিকে এভাবেও বলা যায় **যেখান থেকে গেল** এবং **যেখানে গেল** ।কথাটিকে এভাবেও বলা যায় -

যে খাত থেকে গেল এবং **যে খাতে গেল** । যেমন আমরা বলি বাড়ি থেকে স্কুলে গেল । অর্থাৎ এখানে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় – কোথা থেকে গেল ? উত্তর হবে- বাড়ি থেকে গেল । প্রশ্ন যদি হয়- কোথায় গেল ? উত্তর হবে – স্কুলে গেল ।

আমরা চিত্রের ১ ও ২ নং বক্স সম্পর্কে এভাবে বলতে পারি- **যে খাত থেকে** মানে ১ নং বক্স থেকে, আর **যে খাতে** মানে-কেন্দ্রীয় বক্সে ।

এবার মনে রেখ – টাকা **যে খাত থেকে** যায় সেটা ক্রেডিট, আর **যে খাতে** যায় সেটা ডেবিট ।বাস্ এটুকু যদি মনে রাখতে পার তাহলে তুমি লেন-দেনের সঠিক ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় প্রায় ৯৫ ভাগই শিখে ফেলেছ ।

তাহলে এসো এবার উপরের লেন-দেনগুলোর জাবেদা এন্ট্রি করে ফেলি-

১. বাবার পকেট থেকে আমার পকেটে ১০,০০,০০০ টাকা আসলো ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো বাবার পকেট, আরেকটি হিসাব খাত হলো আমার পকেট ।
অর্থাৎ **বাবার পকেট খাত থেকে গেল** **আমার পকেট খাতে গেল** । তাহলে জাবেদা দাখিলা হবে-

যে খাতে গেল সে খাত ডেবিট-	আমার পকেট ডেবিট	১০,০০,০০০ টাকা
যে খাত থেকে গেল সে খাত ক্রেডিট-	বাবার পকেট ক্রেডিট	১০,০০,০০০ টাকা

(দ্রষ্টব্যঃ আমার পকেটকে ব্যবসায়ের ভাষায় নগদান বা ক্যাশ বলা হয়, আর বাবা এ টাকাটা যদি আমাকে ব্যবসায় করার জন্য ফেরত শর্তে দেন তাহলে বাবার পকেটকে বলা হবে ঋন হিসাব, আর ফেরত দিতে না হলে বলা যেতে পারে মূলধন হিসাব ।

কথাটিকে যদি এভাবে বলি-

১. ব্যবসায় করার জন্য মূলধন হিসাবে বাবার নিকট থেকে ১০,০০,০০০ টাকা নগদ পাওয়া গেল ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **মূলধন**, আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

আমরা আলোচনায় বলেছি-

টাকা যে খাতে গেল সে খাত	ডেবিট
টাকা যে খাত থেকে গেল সে খাত	ক্রেডিট

তাহলে জাবেদা হবে-

নগদান / ক্যাশ	ডেবিট	১০,০০,০০০		নগদান খাতে গেল
মূলধন	ক্রেডিট		১০,০০,০০০	মূলধন খাত থেকে গেল

চলো দ্বিতীয় কথাটিকে ধরেই আমরা পরের লেন-দেনগুলোর জাবেদা এন্ট্রি করবো-

২. আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো ২,০০,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **আসবাবপত্র** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে-

আসবাবপত্র	ডেবিট	২,০০,০০০		আসবাবপত্র খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		২,০০,০০০	নগদান খাত থেকে গেল

৩. পণ্য ক্রয় করা হলো ৪,০০,০০০ টাকা।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **ক্রয়** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে-

ক্রয়	ডেবিট	৪,০০,০০০		ক্রয় খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		৪,০০,০০০	নগদান খাত থেকে গেল

৪. পণ্যের পরিবহন খরচ দেয়া হলো ১,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **পরিবহন** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

পরিবহন	ডেবিট	১,০০০		পরিবহন খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		১,০০০	নগদান খাত থেকে গেল

৫. দোকান ভাড়া পরিশোধ করা হলো ৩,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **ভাড়া** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

ভাড়া খরচ	ডেবিট	৩,০০০		ভাড়া খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		৩,০০০	নগদান খাত থেকে গেল

৬. পত্রিকার বিল পরিশোধ করা হলো ৩০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **পত্রিকার বিল** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

পত্রিকার বিল	ডেবিট	৩০০		পত্রিকার বিল খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		৩০০	নগদান খাত থেকে গেল

৭. ক্যালকুলেটর ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **অফিস সরঞ্জাম** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

অফিস সরঞ্জাম/ক্যালকুলেটর	ডেবিট	১,০০০		অফিস সরঞ্জাম খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		১,০০০	নগদান খাত থেকে গেল

৮. মেহমানকে নাস্তা খাওয়ানো হলো ২০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **আপ্যায়ন** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

আপ্যায়ন	ডেবিট	২০০		আপ্যায়ন খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		২০০	নগদান খাত থেকে গেল

৯. সিএনজি অটো রিক্সা ভাড়া দেয়া হলো ২০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **যাতায়াত** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে–

যাতায়াত	ডেবিট	২০০		যাতায়াত খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		২০০	নগদান খাত থেকে গেল

১০. নগদ টাকায় পণ্য বিক্রয় করা হলো ৫,০০,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **বিক্রয়** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে-

নগদান/ ক্যাশ	ডেবিট	৫,০০,০০০		নগদান খাতে গেল
বিক্রয়	ক্রেডিট		৫,০০,০০০	বিক্রয় খাত থেকে গেল

১১. কাগজ, কালি ও কলম ক্রয় করা হলো ২০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **মনিহারি** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে-

মনিহারি	ডেবিট	২০০		মনিহারি খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		২০০	নগদান খাত থেকে গেল

১২. ব্যাংক হিসাবে জমা দেয় হলো ৮,০০,০০০ টাকা ।

এখানে একটি হিসাব খাত হলো **ব্যাংক** আরেকটি হিসাব খাত হলো **নগদান** ।

তাহলে জাবেদা হবে-

ব্যাংক	ডেবিট	৮,০০,০০০		ব্যাংক খাতে গেল
নগদান/ক্যাশ	ক্রেডিট		৮,০০,০০০	নগদান খাত থেকে গেল